

বঙ্গভূমির প্রতি

- ১। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচের বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি-চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের হিজলের অশ্বথের করে আছে চুপ;
- ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্যটির নাম কী? ১
- খ. “রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।”- কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
- ঘ. উদ্দীপক এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই স্বদেশের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর :

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্যটির নাম ‘মেঘনাদবধ কাব্য’।

(খ) কবি জন্মভূমিকে মায়ের সাথে তুলনা করে, নিজেকে দাসরূপে তার কাছে তুলে ধরেছেন।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে বাংলা ভাষা ও বঙ্গভূমিকে অবহেলা অবজ্ঞা করে প্রবাসে চলে যান। সেখানে তিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন এবং নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তখন তাঁর কাছে জন্মভূমির প্রতিটি স্মৃতি নতুনভাবে ধরা পড়ে। স্বদেশের প্রেমে তিনি নতজানু হয়ে পড়েন। নিজেকে দাস বলে, জন্মভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

(গ) উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাথে বাংলাদেশের প্রতি গভীর অনুরাগের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। এদেশের আকাশ-বাতাস, নদী-সাগর, মাঠ-খেত সবকিছুই আমাদের একান্ত আপন। জীবন এখানে বনের পাখির মতো স্বাধীন, বলাকার মতো পাখা মেলে উড়ে চলা। এদেশের মাটিতে, ফসলের মাঠে কৃষকের হাসিতে, কৃষাণির সোনারোদে ধান শুকাতে দেওয়া-এ সব যেন যেমন চাওয়ার মতো, তেমনি পাওয়ার মতো তৃপ্তিকর।

উদ্দীপকে বাংলার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলার বুকে আশ্রয় নিয়ে অনন্তকাল থেকে যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের নিসর্গশোভায় রয়েছে সেই মায়াবী আকর্ষণ। বাংলার রূপ দেখে কবি এতই মুগ্ধ যে, তিনি আর পৃথিবীর রূপ খুঁজতে চান না। জন্মভূমির প্রতি এই নিবিড় টান উদ্দীপকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতাতেও। কবি স্বদেশের সৌন্দর্য ছেড়ে প্রবাসে গিয়ে ভুল করেছিলেন। আজ শতগুণে বাংলাদেশকে ভালোবেসে তার শোধ দিতে চান। এখানকার স্মৃতিজলে ফুটে উঠতে চান। তাই দেখা যায়, স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগের দিক থেকে উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপক এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই স্বদেশের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। মন্তব্যটি যথার্থ।

জননী জন্মভূমি প্রত্যেক মানুষের কাছেই শ্রদ্ধার বস্তু। আপন জন্মভূমি ভালোবাসে না এমন মানুষের সংখ্যা কম। জন্মভূমি কারও কাছে নিছক একটা ভৌগোলিক ভূ-খন্ড নয়। তা তার জননী তুল্য। জন্মভূমির মাটিতেই সে বেড়ে ওঠে, এ মাটিই তার আহার জোগায়, তৃষ্ণা মেটায়। স্বদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে থাকে মানুষের নাড়ির টান।

‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির যে অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা মায়ের প্রতি সন্তানের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশের মতো। উদ্দীপকেও অনুরূপ আবেগ প্রতিফলিত। কবি সেখানে বাংলার মুখ দেখেই যে মুগ্ধ, পৃথিবী রূপের সন্ধানে তার আর আগ্রহ নেই।

এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর অন্তরে এমন ভাবে স্থান করে নিয়েছে, যাকে তিনি প্রাণভরে অনুভব করেন। বিন্দু শ্রদ্ধায় দোয়েল পাখির দেশে তিনি আত্মসমর্পণ করেন

উদ্দীপকে জন্মভূমির প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতাতেও তা ইঙ্গিতে প্রকাশমান। মূল ভাবধারা বিচারে উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতা দুটিই অভিন্ন ভাবের। উভয় ক্ষেত্রেই স্বদেশপ্রেমের বিষয়টিই মুখ্য হয়ে উঠেছে স্বদেশের অনুপম রূপবৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনে বিকশিত হয় আমাদের মানস গঠন। স্বদেশের পরিচয়েই আমাদের পরিচয়। বঙ্গভূমির প্রতি কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির সেই শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দেশকে মা হিসেবে কল্পনা করে নিজেকে ভেবেছেন তার সন্তান। তাই মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

২ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

২। হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন।

তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি

পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ

পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।

ক. কবি কাকে মা হিসেবে কল্পনা করেছেন?

১

খ. ‘কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে’- এখানে কবি কী বুঝাতে চেয়েছেন?

২

গ. উদ্দীপকে প্রবাস জীবনে স্বপ্ন ভঙ্গের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কীভাবে ফুটে উঠেছে? ৩

ঘ. “উদ্দীপকটি যেন ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূল বাণীকেই ধারণ করে আছে।”-উক্তিটি প্রসঙ্গে তোমার মত বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর :

(ক) কবি নিজের দেশকে মা হিসেবে কল্পনা করেছেন।

(খ) যদি দেশমাতা কবিকে স্মরণ রাখে তবে মৃত্যুর দেবতা বা শমনকে তিনি ভয় করেন না দেশ কবিকে যদি মনে রাখে তবে তিনি সহজেই মৃত্যুকে বরণ করতে পারবেন।

প্রত্যেক মানুষের চিরন্তন চাওয়া দেশের মানুষের কাছে নিজেকে চিরঞ্জীব করে রাখা। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তিনি বিশেষ কারণে দেশ ছেড়ে প্রবাসে গমন করেছেন। কিন্তু ভিনদেশে এসেও তাঁর মনে ছিল দেশের জন্য গভীর আকুলতা। কবি দেশকে মা হিসেবে কল্পনা করে প্রার্থনা করেছেন মা যেন তার আশীর্বাদ হতে কবিকে বঞ্চিত না করে। দেশমাতার অমরতার বর পেলে তিনি মৃত্যুর দেবতা শমনকেও ভয় করবেন না। মা মনে রাখলে কবির কোনো মৃত্যুভয় নেই।

(গ) উদ্দীপকে কবির প্রবাস জীবনে স্বপ্ন ভঙ্গের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায়ও অনুপমভাবে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকটিতে আমরা কবির স্বপ্নভঙ্গের বেদনা অনুভব করি। বাংলার ভাঙার বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা বুঝতে পারেন নি। তিনি নিজের দেশের রত্নভাঙার রেখে পরের ধনের লোভে ভিনদেশে গমন করেছেন। স্বদেশের সুখ, ঐশ্বর্য ভুলে তিনি যেন পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তিতে রত হয়েছেন। নিজের দেশ ছেড়ে পরদেশে গিয়ে খ্যাতি অর্জনের যে প্রচেষ্টা কবির ছিল, তা যে ব্যর্থ হয়েছে, অত্যন্ত বেদনার সাথে তিনি তা উপলব্ধি করেছেন।

উদ্দীপকের মতো ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায়ও কবির সীমাহীন আশাভঙ্গের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যশ ও খ্যাতির জন্য প্রবাসে গিয়ে কবি স্বদেশের মাহাত্ম্য অনুভব করতে সক্ষম হন। স্বদেশের প্রতি কবির এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি স্বদেশকে মা এবং নিজেকে স্বদেশের সন্তান হিসেবে কল্পনা করেছেন। কবির প্রার্থনা মা হয়ে সন্তানের ভুল-ভ্রান্তিকে ক্ষমা করে যেন তাঁকে মনের মণিকোঠায় ঠাঁই দেয়। স্বদেশের স্মৃতিতে বেঁচে থাকাটাকেই এখন তিনি পরম পাওয়া বলে মনে করেন। এভাবে উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় একদিকে কবির স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, অন্যদিকে স্বদেশের প্রতি নতুন অনুভব প্রকাশিত হয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূল বাণীকেই ধারণ করে আছে। আমি একই অভিমত পোষণ করি।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, স্বদেশের ভাঙার যে নানাবিধ রত্নে ভরা তা কবি দেরিতে উপলব্ধি করেছেন। খ্যাতির লোভে কবি ভিনদেশে গিয়ে ভিনভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছেন। এ যেন নিজের দেশের ঐশ্বর্য ও সম্পদ ফেলে পরের ধনের লোভে ভিক্ষাবৃত্তির শামিল। সুখহীন অবস্থায় অনেকদিন কাটিয়ে কবি বেদনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলেন প্রকৃত সুখ স্বদেশ আর স্বদেশের ভাষায়।

‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায়ও কবি বিদেশ গমন করে স্বদেশের টান বুঝতে পেরেছেন। তাই এই কবিতায় ফুটে উঠেছে স্বদেশের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকার জন্য কবির আকুল বাসনা। কবি বিনয়ের সাথে দেশমাতার কাছে প্রত্যাশা করেছেন, মা যেন তার এই অবস্থা সন্তানের দোষ-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। তাঁর একান্ত চাওয়া স্বদেশ যেন তাঁকে ভুলে না যায়। কবি জলে ফোটা পদ্মফুলের মতো দেশমাতার স্মৃতিতে প্রস্ফুটিতে থাকতে চান।

উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মর্মবাণী একই। উভয় কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশের অপরিসীম গুরুত্ব। জন্মভূমিই মানুষের সবচেয়ে বড় মানসিক আশ্রয়। প্রবাস জীবনের উপলব্ধি থেকে উভয় কবিতাংশে প্রকাশ পেয়েছে-স্বদেশের বুকে ঠাঁই পাওয়াই জীবনের সার্থকতা। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূল বাণীকেই ধারণ করে আছে।

৩নং সৃজনশীল প্রশ্ন

৩। এদেশ আমার চেনা দেশ

আমারই আপন সত্তা, অফুরন্ত এর গাছে ঘাসে
আমার চোখের মুক্তি, প্রত্যহ টিলায় আনাগোনা,
ঝিরিঝিরি বালুকায় সর্বাঙ্গের নিত্য চেনাশোনা,

স্বচ্ছ বরনার মুখ, পান করি নিশ্বাসে নিশ্বাসে
আকর্ষ যে সুখা তাতে দিন রাত্রি মুক্ত,নিরুদ্দেশ
নিঃসঙ্গের মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত শরীরে শরীরে ।
আমার পৃথিবী তুমি বিশিষ্টতায় বিচিত্র গভীরে ।

- ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. “ফুটি যেন স্মৃতি-জলে”-বলতে কী বুঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
- ঘ. “উদ্দীপকের মূলভাব এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূলভাবের পুরোপুরি এক নয়।”-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর :

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) “ফুটি যেন স্মৃতি-জলে” বলতে দেশমাতৃকার স্মৃতিতে তাঁর অক্ষয় বেঁচে থাকার আকৃতিকে বুঝানো হয়েছে।

‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বদেশপ্রেমের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। মধুসূদন ভেবেছেন- মা যেমন সন্তানের কোনো দোষ মনে রাখে না, দেশমাতৃকাও তেমনি তাঁর সব দোষ ক্ষমা করে দেবে। তিনি মাতৃভূমিকে প্রণতি জানাচ্ছেন এই ভেবে যে- তিনি যেন দেশমাতৃকার স্মৃতিতে পদ্রফুলের মতো ফুটে থাকেন।

(গ) উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাথে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশের ঐতিহ্য প্রকাশের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

জন্মভূমি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রতিটি মানুষ জন্মগ্রহণ করে আপন আপন জন্মভূমির কোলে ধুলো-মাটিতে, আলো-বাতাসে সে বড় হয়। তার প্রাকৃতিক সম্পদে মানুষের জীবন বাঁচে। ফলে জন্মভূমিকে মানুষ ভালো না বেসে পারে না। কাজেই দেশ ও জাতির উন্নতির মূলে দেশের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকৃতি স্বদেশপ্রেমে জেড়ে ওঠা একান্ত জরুরি।

উদ্দীপকে চিরচেনা দেশের সাথে একজন কবির আত্মিক সম্পর্কের দিকটি ফুটে উঠেছে। এখানকার সমতলভূমি পাহাড়, বরনা ধারা প্রভৃতি তাকে নানাভাবে আন্দোলিত করে। তিনিও মনেপ্রাণে এসবের মাঝে নিজেকে মেলে ধরে আনন্দিত। ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার ভাবধারাটিও এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবিও নিজেকে দাস হিসেবে তুলে ধরে, জন্মভূমিকে জননীর শ্রদ্ধাসনে বসিয়েছেন। তার কাছে মুক্তির জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। তিনি প্রথম জীবনে জন্মভূমি ছেড়ে গিয়ে আরও বেশি করে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার অনুভব করেছেন।

(ঘ) “উদ্দীপকের মূলভাব এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূলভাব পুরোপুরি এক নয়।” মন্তব্যটি যথার্থ।

জননী জন্মভূমি মানুষের কাছে স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা মানুষকে মহত্ত্ব ও গৌরব দান করে। চিরচেনা জন্মভূমির আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, ফুল, ফল সবই অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। তাই দেশের মাটির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে আমরা ধন্য হই। আর এসবকে যে অবজ্ঞা করে, কখনো সে প্রকৃত মানুষের মর্যাদা পায় না।

উদ্দীপকে জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। সেই সাথে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দানের বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। স্বদেশপ্রেমের দিকটি অনুরূপভাবে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতাতেও ফুটে উঠেছে। কিন্তু জন্মভূমির প্রতি নিজেকে দাস বলে সঁপে দেওয়ার সে বিষয়টি অকৃত্রিমভাবে কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপকে তা নেই। কবি জন্মভূমির স্মৃতি-জলে যে রকম অল্লান থাকার আশা ব্যক্ত করেছেন, সে ধরনের আশাও নেই উদ্দীপকে।

‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূলভাবে কবিহৃদয়ের যে গভীর অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় তা, উদ্দীপকের মূলভাবে পাওয়া যায় না। উদ্দীপকে বর্ণিত স্বদেশপ্রেম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ এবং প্রকৃতির দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। কিন্তু কবিতায় ‘রেখো’, মা, দাসের মনে, এ মিনতি করি পদে’ আমরা যখন পড়ি তখন তার চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়। কি বসন্তে, কি শীতে,

সর্বাবস্থাতেই জন্মভূমি জননীর কাছে কবি আশ্রয় লাভ করে, তার প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠতে চান। এসব বিচার-বিবেচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মূলভাব এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূলভাব পুরোপুরি এক নয়।

৪ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

- ৪। আবির্ভাবের শাহরিয়ার মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে বিদেশি ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। বিদেশি
- ক. বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রথাবিরোধী লেখক কে? ১
- খ. “মধুহীন করো না গো, তব মনঃকোকনদে।” পঙক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকটির সঙ্গে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার তুমি কোন অংশটির সাদৃশ্য খুঁজে পাও? নিরূপণ কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটিতে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূলসুর প্রতিফলিত হয়েছে”- বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর :

(ক) বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রথাবিরোধী লেখক হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

(খ) “মধুহীন করো না গো, তব মনঃকোকনদে” পঙক্তিটিতে দেশমাতৃকা যেন কবিকে নিরাশ না করেন সেই আকুতি করা হয়েছে

(গ) কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশমাতৃকার কাছে মিনতি করছেন তিনি যেন কবিকে মনে রাখেন। মনের সাধ মেটাতে গিয়ে য

আজীবন বুক ধারণ করে রাখেন।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার দেশকে মা হিসেবে কল্পনা করে নিজেকে ভেবেছেন সন্তান। সেই দেশমাতৃকার কাছে কবি তাঁর প্রবাসজীবনের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

উদ্দীপকের আবির্ভাবের শাহরিয়ার মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে বিদেশি ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে আবির্ভাবের বঙ্গভূমি ও মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মায়ের কাছে ক্ষমা চান। আবির্ভাবের শাহরিয়ারের এ ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ক্ষমা প্রার্থনার অংশটির সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ কবিও বিদেশি ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন এবং বঙ্গভূমি ও মাতৃভাষায় গুরুত্ব অনুধাবন করে মায়ের কাছে ক্ষমা চান। ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় এর নিদর্শন ফুটে উঠেছে। আর এখানেই উদ্দীপকটির সঙ্গে আলোচ্য কবিতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) উদ্দীপকটিতে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূলসুর প্রতিফলিত হয়েছে।

‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবি বঙ্গভূমিকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবেসেছেন এবং অতীত জীবনের কৃতকর্মের জন্য দেশমাতৃকার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এটাই আলোচ্য কবিতার মূলসুর।

উদ্দীপকের আবির্ভাবের শাহরিয়ার বিদেশি ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। বিদেশি ভাষায় রচিত সাহিত্য পাঠক সমাজে সমাদৃত না হলে আবির্ভাবের বঙ্গভূমি ও মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে এবং দেশমাতৃকার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত-ও তাই করেছেন। তিনি একই কারণে মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, মা যেন কবিকে ভুলে না গিয়ে আজীবন মনে রেখে তাঁর বুক ঠাই দেন।

৫নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

৫। যৌবনে আজিম চৌধুরী নিজ দেশকে ছেড়ে জ্ঞান করে স্থায়ীভাবে প্রবাসে ঠাঁই নেন। এখানেই কাটিয়ে দেন জীবনের স্বর্ণালি সময়। আজ জীবনের শেষ সময়ে এসে তিনি বুঝতে পারেন তার মন পড়ে আছে স্বদেশে। জন্মভূমির প্রকৃতি ও মানুষের ভালোবাসার স্মৃতি আজ তাকে আকুল করে তোলে। তার মনে হয় এই ভিনদেশ তাকে জন্মভূমির মতো হৃদয়ে স্থান দেয় নি। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে তিনি মনে মনে স্বদেশ ও স্বদেশের মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ক. ‘মক্ষিকা’ শব্দের অর্থ কী?

১

খ. ‘সেই ধন্য নরকুলে,/ লোকে যারে নাহি ভুলে’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

২

গ. প্রবাসী আজিম চৌধুরীর অনুভূতির সাথে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় বর্ণিত কবির অনুভূতি কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ লেখ।

৩

ঘ. ‘উদ্দীপকের আজিম চৌধুরী ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত একই চেতনার ধারক।’-উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর।

৪

৫ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর :

(ক) ‘মক্ষিকা’ শব্দের অর্থ মাছি।

(খ) কবি এখানে বলতে চেয়েছেন মানব সমাজে সেই ব্যক্তিই ধন্য, যাকে মানুষ ভুলতে পারে না।

মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে স্বদেশের মানুষের মনে বেঁচে থাকে। ব্যক্তি তার কর্ম, গুণ ও ব্যবহার দিয়ে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। যে ব্যক্তি স্বদেশ ও সমাজের মানুষের মনে ঠাঁই করে নিতে পেরেছে, তার জীবন সার্থক। কারন মানুষের স্মৃতিতে সে আজীবন বেঁচে থাকবে। এজন্য কবি বলেছেন, সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে।

(গ) প্রবাসী আজিম চৌধুরীর অনুভূতির সাথে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় বর্ণিত কবির অনুভূতির অনেকখানি সাদৃশ্য আছে।

উদ্দীপক থেকে আমরা জানতে পারি, যৌবনে আজিম চৌধুরী নিজ দেশকে হেয়জ্ঞান করে স্থায়ীভাবে প্রবাসে বসবাস করেন। সম্ভবত, বিদেশের সম্পদ ও বাহ্যিক চাকচিক্যই তাকে দেশ ছেড়ে ভিন্ন দেশে বসতি স্থাপন করতে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে স্বদেশের কথা বারবার তার মনে নাড়া দেয়। স্বদেশের প্রিয় মানুষ ও প্রকৃতির স্মৃতি তাকে আকুল করে তোলে। তিনি মনে মনে স্বদেশ ও এখানকার মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারা যেন তার দেশ ছাড়ার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়।

‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কবিও দেশ ছেড়ে খ্যাতির নেশায় প্রবাসী হয়েছেন। কিন্তু ভিনদেশে এসে কবি দেশকে মা এবং নিজেকে জন্মভূমির সন্তান হিসেবে ভেবেছেন। এখন তিনি দেশমাতার চরণে মিনতি জানাচ্ছেন তিনি যেন তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে স্বদেশের স্মৃতিতে অমর করে রাখে। কবি দেশমাতৃকার স্মৃতিতে পদ্রফুলের মতো ফুটে থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এভাবে আমরা তুলনা করে বুঝতে পারি, উদ্দীপকের প্রবাসী আজিম চৌধুরীর অনুভূতি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কবির অনুভূতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপকের আজিম চৌধুরী ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত একই চিন্তা-চেতনার ধারক। আমার দৃষ্টিতে এই উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের আজিম চৌধুরী যৌবনে বিদেশের মোহে পড়ে দেশান্তরী হয়েছেন। আজ জীবনের অন্তিমে এসে স্বদেশের প্রকৃতি ও পরিচিত মুখগুলো তার মনে উঁকি দেয়। কিন্তু এখন তো আর ইচ্ছে করলেই তিনি স্বদেশে ফিরতে পারেন না। তাই মনে মনে স্বদেশ ও স্বদেশের মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারা যেন তার দেশ ছাড়ার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়।

উদ্দীপকের আজিম চৌধুরী ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত একদিন সুখের মোহে দেশ ছেড়েছিলেন। কিন্তু ভিনদেশে তারা তাঁদের সেই কাক্ষিত সুখ পান নি। তাই প্রবাস থেকে তাঁরা মানসিকভাবে দেশমাতৃকার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি, আজিম চৌধুরী ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কবি একই চিন্তা-চেতনার ধারক।

৬নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

৬। হে স্নেহাৰ্ত বঙ্গভূমি-তব গৃহক্রোড়ে

চিরশিশু ক’রে আর রাখিও না ধরে।

দেশ দেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান

খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।

পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে

বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে ক'রে।

- ক. কোন নদের নীর চিরস্থির নয়? ১
- খ. প্রবাসে কবির জীবনাবসান ঘটলেও খেদ নেই কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটিতে প্রবাস জীবনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে, যা 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। কথাটি তুমি সমর্থন কর কি? তোমার উত্তরে স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর :

(ক) জীবন-নদের নীর চিরস্থির নয়।

(খ) জন্ম নিলে মরণ অবশ্যজ্ঞাবী বরে প্রবাসে করি জীবনাবসান ঘটলেও তাঁর কোনো খেদ নেই।

মানুষ মারণশীল। জন্মগ্রহণ করার সঙ্গেই মানুষের মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে গেছে। কবিও মানুষ। তাঁকে একদিন এ জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই তাঁর মৃত্যু স্বদেশে অথবা প্রবাসে-যেখানেই হোক না কেন তাতে তাঁর কোনো খেদ নেই।

(গ) উদ্দীপকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার ঠিক বিপরীত দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে বঙ্গ-সন্তানকে বিশ্বের যেকোনো দেশে বা স্থানে তার উপযুক্ত বাসস্থান সন্ধান করার কথা বলা হয়েছে। কবি স্বদেশে তার সন্তানকে জোর করে বেঁধে না রাখার জন্যে প্রার্থনা করেছেন। ভালো শিশুর মতো কাউকে স্বদেশে ধরে না রেখে দেশ-দেশান্তরে ছেড়ে দেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে উদ্দীপকটিতে।

পক্ষান্তরে আমার পঠিত 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবি মধুসূদন দত্তের গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। স্বদেশকে কবি জন্মদাত্রী মা রূপে মনে স্থান দিয়েছেন। মা যেমন তাঁর সন্তানের কোনো দোষ-ত্রুটি মনে রাখেনা, তেমনি প্রবাসী কবিও ভেবেছেন দেশমাতা যেন তাঁর সব দোষ ক্ষমা করে দেয়। জলে ফোটা পদ্মফুলের ন্যায় যশ, খ্যাতি ও গুণহীন কবিও দেশজন্যের স্মৃতিতে ফুটে থাকতে চান। তাই একথা বলা যায় যে, উদ্দীপকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার বিপরীত ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপকটিতে প্রবাস জীবনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে, যা 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। কথাটি যথার্থ বলেই আমি সমর্থন করি।

উদ্দীপকটি থেকে জানা যায় যে, কবি জন্মভূমির গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চান না। বিশ্বের অপর্যাপ্ত দেশে বাসস্থান সন্ধান করতে কবি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। নিজ দেশে তাঁর সন্তানকে বেঁধে না রেখে দেশ-দেশান্তরে আবাসস্থল খুঁজে নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে আলোচ্য উদ্দীপকে।

অপরপক্ষে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির সুগভীর শ্রদ্ধা ও তীব্র একাগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। জন্মভূমি কবির নিকট মায়ের মতো। কোনো মা যেমন তার সন্তানের কোনো দোষ ধরেন না, তেমনি দেশান্তরী কবিও ভেবেছেন, জন্মভূমি মাতা যেন তার সন্তানের সব ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। দেশজন্যের স্মৃতি পটে কবি জলে ফোটা পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকতে চান।

উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকটিতে প্রবাসজীবনের এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় স্বদেশের জয়গান প্রকাশিত হয়েছে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সেটি যৌক্তিক। এ ব্যাপারে আমার দ্বিমত নেই।

৭নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

- ৭। ১. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে-এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুঁয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়
২. রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,

ক.	মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে	
ক.	বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম কী?	১
খ.	কবি বর প্রার্থনা করেন কেন-ব্যাখ্যা কর।	২
গ.	কবিতাংশ দুটিতে কী কবি অমিল লক্ষ করা যায়?	৩
ঘ.	কবিতাংশ দুটির মূল সুর একই-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।	৪

৭ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর :

(ক) ‘মেঘনাদবধ কাব্য’।

(খ) কবি দেশমাতৃকা তথা স্বদেশবাসীর মনে বেঁচে থাকার জন্য বর প্রার্থনা করেন।

স্বদেশপ্রেম মানুষের সহজাত ধর্ম। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও হৃদয়ের গভীর অনুভূতি থেকে দেশকে ভালোবাসেন। কবি নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য দেশ ছেড়েছেন বলে তাঁর মধ্যে কিছুটা অপরাধবোধ কাজ করেছে। কবির একান্ত মিনতি দেশমাতা যেন কবিকে হৃদয়ে স্থান দেন। তিনি সরোবরে ফুটে থাকা পদ্মফুলের মতো দেশের মানুষের স্মৃতিতে চিরদিন ফুটে থাকতে চান। কবি দেবীর কাছে এই বর বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

(গ) উদ্দীপকের কবিতাংশ দুটিতে দু’জন কবির আকাঙ্ক্ষার অমিল আছে। একজন মৃত্যুর পরও স্বদেশে আবার ফিরে আসতে চেয়েছেন। অন্যজন মৃত্যুর পর স্মৃতিতে বেঁচে থাকতে চান।

উদ্দীপকের দু’জন কবিই দেশকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু ভাবনার দিক থেকে কবিতাংশ দুটির মধ্যে অমিল দেখা যায়। প্রথম উদ্দীপকের কবি চিরদিন সজীব সত্তা নিয়ে জন্মভূমিতে বেঁচে থাকতে চান। কবির আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর পর মানুষ হিসেবে না হলেও শঙ্খচিল, শালিক বা ভোরের কাক হয়ে যেন আবার বাংলায় ফিরে আসেন। প্রথম কবিতাংশের কবি বাংলার রূপকে সজীব প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে চান। যে কোনো রূপ ধরে হলেও দেশের মধ্যে থাকাই তাঁর পরম চাওয়া।

উদ্দীপকের দ্বিতীয় কবিতাংশ তথা ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুর পর কোনো জীবন্ত প্রাণী হয়ে নয়, শুধু স্মৃতিতে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। কবির একান্ত প্রার্থনা দেশমাতৃকার কাছে, তিনি যেন তাঁকে চিরদিন মনে রাখেন। দেশের মানুষ কখনোই যেন তাঁকে না ভোলে। দেশের মানুষ যদি কবিকে মনে রাখে তবে মৃত্যুতেও কবির কোনো খেদ নেই। সুতরাং এটা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে, মৃত্যুর পরবর্তী স্বদেশে উপস্থিতি নিয়ে উভয় কবির ভাবনায় অমিল আছে।

(ঘ) উদ্দীপকের উভয় কবিতাংশই স্বদেশের প্রতি কবির ভালোবাসার কথা প্রকাশ পেয়েছে। এ দিক থেকে উভয় কবিতার মূল সুর একই।

প্রথম উদ্দীপকের কবি দেশকে এত গভীরভাবে ভালোবাসেন যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই বাংলার সাথে তাঁর সম্পর্কের চির সমাপ্তি ঘটবে তা তিনি মানতে পারেন না। তাই কবির একান্ত চাওয়া মৃত্যুর পরও কবি এই বাংলাতেই বেঁচে থাকবেন। হয়তো অন্য কোনো রূপ ধরে। দ্বিতীয় উদ্দীপকের কবি দেশকে খুব ভালোবাসেন। তাই মৃত্যুর পরও দেশমাতা ও স্বদেশের মানুষের মনে বেঁচে থাকতে চান।

উদ্দীপকের উভয় কবির ভাবনাকে দখল করে আছে স্বদেশের প্রতি গভীর টান। প্রথম উদ্দীপকের কবি জবিনানন্দ দাশ যুগ যুগ ধরে এই বাংলায় বেঁচে থাকতে চান। দ্বিতীয় উদ্দীপকের কবি মধুসূদন দত্ত নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য দেশ ত্যাগ করে ভিন্ন দেশে গমন করেন। কিন্তু দেশ ত্যাগ করলেও কবির মনের গভীরে রয়েছে দেশের প্রতি ভালোবাসা। তাই দেশমাতার কাছে তাঁর প্রার্থনা তিনি যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তিনি যেন তাঁকে অমরতার আশীর্বাদ দান করেন যাতে দেশের মানুষের স্মৃতিতে তিনি বেঁচে থাকেন।

নিজ দেশের প্রতি আবেগ অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ উভয় কবিতার মূল সুর। একজন শঙ্খচিল, শালিকের বেশে হলেও নৈসর্গিক বাংলার রূপময় সৌন্দর্যের কাছাকাছি থাকতে চান। অন্যজনের সবিনয় প্রার্থনা তাঁর সব দোষ ক্ষমা করে দেশ মাতৃকা যেন তাঁকে পদতলে ঠাঁই দেন। তাই প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা সত্ত্বেও ভাবগত দিক থেকে উভয় কবিতার মূল সুর এক।

৮ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

৮। অনিক তার জন্মভূমিকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এই দেশের সবকিছুই তার ভালো লাগে। জন্মভূমিকে ফেলে সে কোথাও যেতে চায় না। এই বাংলায় সে তার জীবনের শেষ শয্যা পাততে চায়।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন ধরনের লেখক? ১

খ. ‘জন্মিলে মরিত হেব/অমর কে কোথা কবে-চরণটির ত্যাপর্ষ ব্যাখ্যা কর? ২

গ. উদ্দীপকের ভাবের সাথে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মিল কতটুকু লেখ। ৩

ঘ. “ভাবের দিক থেকে উদ্দীপকটি যেন ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার প্রতিনিধিত্ব করছে।”- উক্তিটি বিচার কর। ৪

৮ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর :

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রথাবিরোধী লেখক।

(খ) কবি এখানে বুঝাতে চেয়েছেন জন্ম ও মৃত্যু পৃথিবীর অলঙ্ঘনীয় বিধান।

এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে সবাইকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অমর হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যু অবধারিত সত্য। তাই কবি বলেছেন মৃত্যু নিয়ে তাঁর কোনো খেদ নেই। কারণ এটাই স্বাভাবিক যে জন্মগ্রহণ করলে অবশ্যই মৃত্যুকে মেনে নিতে হবে।

(গ) উদ্দীপকের অনিকের যেমন স্বদেশের প্রতি গভীর টান, মেনি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কবিও স্বদেশকে প্রাণের গভীর থেকে উপলব্ধি করেছেন। ভাবগত দিক থেকে উভয় কবিতার মিল আছে।

উদ্দীপকের অনিক তার জন্মভূমিকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। জন্মভূমির সবকিছুই তার কাছে অন্যরকম ভালো লাগার আমেজ নিয়ে আসে। এই গভীর ভালো লাগার বোধ থেকে অনিক এদেশেই তা রপুরো জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। এদেশের বুকে শুয়ে সে শেষ শয্যা রচনা করবে এই তার অন্তিম চাওয়া।

‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কবিও প্রবাসে বসে জন্মভূমিকে হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করেছেন। একদিন খ্যাতি ও যশের জন্য তিনি স্বদেশ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আজ দেশান্তরী হয়ে বুঝতে পেরেছেন মানুষের জীবনে স্বদেশই সব। দেশকে মা বরে কল্পনা করে তিনি আবেদন জানাচ্ছেন তার এই অবোধ সন্তানের ভুল-ত্রুটি যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। মা যদি তার সন্তানকে গ্রহণ করে স্মৃতিতে ঠাঁই দেয়, তাহলে প্রবাসে মৃত্যু হলেও তার মনে কোন দুঃখ থাকবে না। এভাবে আমরা দেখি স্বদেশপ্রেমের ভাবের দিক থেকে উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার অনেকখানি মিল আছে।

(ঘ) ভাবের দিক থেকে উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার প্রতিনিধিত্ব করেছে। উভয়ের ভাবগত মেলবন্ধন আছে।

উদ্দীপকের অনিকের প্রাণের গভীর রয়েছে স্বদেশের জন্য বুক ভর মমতা। বাংলার মাটি বাংলার জল তাকে ভালোবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়েছে। এদেশকেই অনিক তা রজীবনের পরম পাওয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এজন্য এদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো ইচ্ছে তার নেই। এদেশে তার জন্ম, এদেশেই সে মৃত্যুবরণ করতে চায়।

‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায়ও প্রকাম পেয়েছে স্বদেশের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কবির সুতীব্র আকুলতা। তাঁর মিনতি মায়ের মতো স্বদেশ যেন কবির সব অপরাধ ভুলে তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করে। স্বদেশের স্মৃতিতে কবি পদ্মফুলের মতো চিরদিন সজীব হয়ে ফুটে থাকতে চান। কবির নিজের কোনো গুণ না থাকলেও তাঁর প্রার্থনা দেশমাতা তাঁকে অমরত্বের আশীর্বাদ দান করবে। তাহলে প্রবাসেও তিনি শান্তিতে মরতে পারবেন।

উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয় কবিতার মূলভাব এক। তাহলো স্বদেশের কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়া। সুতীব্র স্বদেশপ্রেম থেকে উভয় কবিতা উৎসারিত হয়েছে। স্বদেশের মাহাত্ম্য বর্ণনা উভয় কবিতার উদ্দেশ্য। এসব দিক বিবেচনায় আমরা বলতে পারি, ভাবের দিক থেকে উদ্দীপকটি যেন ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার প্রতিনিধিত্ব করেছে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

১। প্রথম প্রথাবিরোধী লেখক এর নাম কী?

উত্তরঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২। কবি হওয়ার তীব্র বাসনা ছিল কার?

উত্তরঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৩। কোথায় না গেলে কবি হওয়া যায় না?

উত্তরঃ বিলেতে না গেলে

৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিলেতে সুবিধার জন্য কী গ্রহণ করেন?

উত্তরঃ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন

৫। তখন থেকে মধুসূদন দত্তের নামের আগে কী বসানো হয়?

উত্তরঃ ‘মাইকেল’ শব্দটি

৬। মেঘনাদবধ এটি একটি?

উত্তরঃ ‘মহাকাব্য’

৭। বাংলা ভাষার প্রথম মহাকাব্য এর নাম কী?

উত্তরঃ মেঘনাদবধ কাব্য

৮। কৃষ্ণকুমারী এটি কার লেখা?

উত্তরঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৯। ‘শমিষ্ঠা’ ‘পদ্মবর্তী’ ও ‘বীরঙ্গনা’ কোন ধরনের কবিতা?

উত্তরঃ চতুর্দশপদী কবিতা

১০। ২৫শে জানুয়ারি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তরঃ ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে

১১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোরে কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তরঃ সাগরদাঁড়ি গ্রামে

১২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তরঃ কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন

১৩। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুবরণ করেন কত তারিখে?

উত্তরঃ ২৯ শে জুন

১৪। ‘কোকনদ’ এর অর্থ কী?

উত্তরঃ লালপদ্ম

১৫। ‘নীল’ এর অর্থ কী?

উত্তরঃ পানি

১৬। দেশকে ‘মা’ হিসেবে বলেছেন কে?

উত্তরঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৭। ‘সাধিতে মনের সাধ’- এর পরের লাইনটি কী?

উত্তরঃ ঘটে যদি পরমাদ

১৮। ‘বর’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তরঃ আশীর্বাদ

১৯। ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতাটির শেষ লাইনটি কী?

উত্তরঃ মধুময় তামরস কী বসন্ত কী শরদে?

২০। এদেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে এর পরের লাইনটি কী?

উত্তরঃ জন্মিলে মরিতে হবে

২১। ‘ভুল দোষ, গুণ, ধর’ – এর উপরের লাইনটি কী?

উত্তরঃ তবে যদি দয়া কর

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর :

১। রেখো মা দাসের মনে বলতে কী বোঝানো হয়েছে।

উত্তরঃ রেখো মা দাসের মনে বলতে কবি জন্মভূমির কাছে প্রার্থনা করেছেন তাকে স্মরণে রাখার জন্য।

কবিজন্মভূমির প্রতি একাগ্রাচিত্ত। তার স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা এতোই তীব্র যে তিনি নিজেকে জন্মভূমির দাসরূপে কল্পনা করেন। আর দাস হিসেবে জন্মভূমির কাছে প্রার্থনা করেন যেন জন্মভূমি তাকে স্মরণে মননে রেখে দেয়।

২। কবি বর প্রার্থনা করেন কেন ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ দেশমাতৃকার স্মৃতিতে অমর হয়ে বেচে থাকার জন্য কবি বর প্রার্থনা করেন।

কবি দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তার প্রবল ইচ্ছা দেশের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকেন। তাই তিনি দেশ মাতৃকার বন্দনা করেছেন। পদ্মফুল যেমন ভাবে সরোবরে ফুটে তার শোভা চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় কবিও তেমনিভাবে দেশের বুকে অমর হয়ে থাকতে চান। তাই তিনি তার প্রার্থনা করেন।

৩। প্রবাসে কবির জীবনাবসান ঘটলেও খেদ নেই কেন?

উত্তরঃ জন্ম নেওয়ার পর মরণ অবশ্যম্ভাবী তা যেখানেই হোক। তাই প্রবাসে জীবনাবসান হলেও কবির কোনো খেদ নেই।

জন্মগ্রহণ কিংবা প্রবাসে যেখানেই মৃত্যু হোক তাতে তার কোনো দুখ নেই। তার শুধু চাওয়া যেন স্বদেশ তাকে স্মরণে স্মৃতিতে রাখে। স্বদেশের পদতলেই তিনি অমর হতে চান। তাই যেখানেই তার শারীরিক মৃত্যু হোক না কোনো তার দুখ নেই।

৪। কবি মধুসূদন দত্ত মাতৃভূমির কাছে কী বর প্রার্থনা করেছেন। ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ কবি মধুসূদন দত্ত মাতৃভূমির কাছে অমরত্বের বর প্রার্থনা করেছেন।

কবি মাতৃভূমিকে ভালোবাসে এই মাতৃভূমির বুকে স্মরণীয় হতে চান। কিন্তু তার এমন কোনো মহৎ গুণ নেই যে তিনি স্মরণীয় হতে পারেন। তাই তিনি দেশমাতৃকার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে চান। আর এভাবেই তিনি অমরত্বের বর চাচ্ছেন মাতৃভূমির কাছে।

৫। জন্মিলে মরিতে হবে

অমর কে কোথা কবে এ কথারমাধ্যমে কবি কী বুঝাতে চেয়েছেন?

উত্তরঃ জন্মের পর সকল জীবের মৃত্যু সুনিশ্চিত উক্তিটির মধ্য দিয়ে একথাই কবি বোঝাতে চেয়েছেন।

কবি জানেন এ পৃথিবীতে প্রতিটি জীবই মরণশীল। কেউই অমরত্ব নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়নি। তাই জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক ও তথ্যেভাবে জড়িত। প্রশ্নের উক্তিটি দ্বারাকবি ও কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

৬। প্রবাসে কবির জীবনাবসান ঘটলেও খেদ নেই কেন?

উত্তরঃ জন্মভূমির মা যদি কবিকে তার হৃদয়ে স্থান দেন তবে প্রবাসে জীবনাবাসন ঘটলেও তার খেদ নেই।

কবি নিজের সমস্ত অপরাধের জন্য জন্মভূমির মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তিনি মনে করেন মা যদি তাকে ক্ষমী করে নিজের হৃদয়ে স্থানদেন তবে তারকোনো দুখ থাকবে না। এ কারণে প্রবাসে জীবনাবাসন ঘটলেও তার কোনো খেদ নেই।

৭। সেই ধন্য নরকুলে

লোকে যারে নাহি ভুল কবি একথা বলেছেন কেন?

উত্তরঃ মৃত্যুর পর ও যিনি মানুষের মাঝে বেচে থাকেন তার জন্মের সার্থকতা বোঝাতে কবি উক্তিটি করেছেন।

এ পৃথিবীতে কেউই অমর নয়। প্রতিটি জীবের মৃত্যু হবে এখানে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের কর্ম দিয়ে পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে বেচে থাকেন। কবি তাদের ধন্য জ্ঞান করেই উক্তিটি করেছেন।

৮। কবি জীবনকে নদের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন বুঝিয়ে লেখ।

উত্তরঃ বঙ্গভূমির প্রতি কবিতায় কবি জীবনকে নদের সাথে তুলনা করেছেন।

জীবন নদরি মতো বিস্তীর্ণ কিন্তু বাধা থাকা একটি জিনিস। নদীর যেমন শুরু এবং শেষ আছে জীবনও তেমনি একটি জায়গায় শুরু হয়ে কোথাও না কোথাও গিয়ে শেষ হয়। আবার জীবন নদের মতোই বিস্তীর্ণ। তাই জীবনকে কবি নদের সাথে তুলনা করেছেন।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাসান সাহেব বাংলাদেশের একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি সুইডেন যাত্রা করেছিলেন। অনেক চেষ্টার পর সেখানে একটা কাজও জুটিয়ে নেন। একটা সময় তিনি সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উন্নয়নশীল বাংলাদেশের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি অনুভব করতেন না।

ক. ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কোন ধরনের কবিতা?

খ. কবি কখন মৃত্যু দেবতাকে ভয় পাবেন না বলে মনে করেন?

গ. উদ্দীপকের হাসান সাহেবের সাথে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কোন দিকটি অসংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবির স্বদেশের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখা যায় তা উদ্দীপকের হাসান সাহেবের চরিত্রে একেবারেই অনুপস্থিত— উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর।

২। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রসুইগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মকবুল মোল্লা। গত পনেরো বছর তিনি সততা ও নিষ্ঠার সাথে তার চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এলাকায় তার জনপ্রিয়তারও কোনো ঘাটতি নেই। তারপরও কেউ তার সুনাম করলে তিনি লজ্জিত হয়ে পড়েন। তার কথা, “আমি আর কী করলাম? বরং এলাকার মানুষই আমার জন্য করেছে, তারা আমাকে তিন তিনবার চেয়ারম্যান বানিয়েছে।”

ক. শৈশব থেকে মধুসূদনের কী বাসনা ছিল?

খ. জীবন-নদে নীর চিরস্থির থাকে না কেন?

গ. উদ্দীপকের মকবুল মোল্লার উপস্থাপিত ভাববস্তুটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটায়?

ঘ. উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় চেয়ারম্যান ও কবির মধ্যে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর।

৩। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি
পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।

ক. ‘মিনতি’ শব্দের অর্থ কী?

খ. দেশমাতৃকা কবির সব দোষ ক্ষমা করে দেবেন কেন?

গ. কবিতাংশে প্রবাস জীবনে মর্মবেদনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কীভাবে ফুটে উঠেছে?

ঘ. কবিতাংশটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মর্মবাণীকেই যেন ধারণ করে আছে— মন্তব্যটি সম্পর্কে তোমার মতামত প্রদান কর।

১। বাংলা সাহিত্য সনেটের প্রবর্তক কে?

(ক) জীবনানন্দ দাশ

(খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(গ) কাজী নজরুল ইসলাম

(ঘ) আহসান হাবীব

২। কত খ্রিস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ১৮২৪ খ্রি.

(খ) ১৮৩২ খ্রি.

(গ) ১৮৩৪ খ্রি.

(ঘ) ১৮৩০ খ্রি.

৩। আধুনিক বাংলা কবিতার জনক কে?

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম

(খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪। বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রণীতির লেখক কাকে মনে করা হয়?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) কাজী নজরুল ইসলাম

(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হন?

(ক) হিন্দুধর্ম

(খ) বৌদ্ধ ধর্ম

(গ) মুসলিম/ইসলাম ধর্ম

(ঘ) খ্রিস্টধর্ম

৬। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

(ক) ১৮৭০ সালে

(খ) ১৮৭৩ সালে

(গ) ১৮৭৫ সালে

(ঘ) ১৮৮০ সালে

৭। ‘পদ্মাবতী’ নাটকটির রচয়িতা কে?

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) কাজী নজরুল ইসলাম

(ঘ) সুফিয়া কামাল

৮। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ২৫শে মার্চ

(খ) ২৫শে জানুয়ারি

(গ) ২৬শে জানুয়ারি

(ঘ) ২৮শে জানুয়ারি

৯। কবি মধুসূদন দৈবের বংশে কোথায় গিয়েছিলেন?

(ক) প্রবাসে

(খ) কলকাতায়

(গ) পাবনায়

(ঘ) স্বদেশে

১০। “চতুর্দশপদী কবিতা” মাইকেল মধুসূদনের একটি

(ক) সনেট সংকলন

(খ) মহাকাব্য

(গ) নাটক

(ঘ) পত্রকাব্য

১১। পৃথিবীতে জন্ম নিলে কী অবধারিত?

(ক) বিবাহ

(খ) মৃত্যু

(গ) রাজনীতি করা

(ঘ) ঘুরাফেরা

১২। নাহি, মা, ডরি শমনে। কবি কাকে ভয় পান না?

(ক) অন্য কবিদের

(খ) মৃত্যুর দেবতাকে

(গ) শত্রু কে

(ঘ) ভক্তদের

১৩। কবি মধুসূদন কোথায় ফুটতে চেয়েছেন?

(ক) স্মৃতি-জলে

(খ) নয়নে

(গ) বাগানে

(ঘ) সরোবরে

১৪। বিদেশে কবি কিসের দ্বারা বশীভূত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন?

(ক) জ্ঞানের

(খ) মন্ত্রের

(গ) দৈবের

(ঘ) প্রকৃতির

১৫। কবি মিনতি নিবেদন করেছেন বাসভূমির

(ক) অন্তরে

(খ) পদে

(গ) ললাটে

(ঘ) চিবুকে

১৬। ‘বীরঙ্গনা’ মাইকেল মধুসূদন দত্তের কী জাতীয়রচনা?

(ক) পত্রকাব্য

(খ) কাব্যগ্রন্থ

(গ) প্রহসন

(ঘ) নাটক

১৭। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ মাইকেলের কী জাতীয় রচনা?

(ক) নাটক

(খ) কাব্যগ্রন্থ

(গ) প্রহসন

(ঘ) মহাকাব্য

১৮। ‘বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ কোন জাতীয় রচনা?

(ক) প্রহসন

(খ) নাটক

(গ) গল্পগ্রন্থ

(ঘ) কাব্যগ্রন্থ

১৯। মক্ষিকা কোথায় না পড়লে গলে না?

(ক) অমৃত-হৃদে

(খ) সাগরে

(গ) নদীতে

(ঘ) পাহাড়ে

২০। কবি নিজেকে গুণহীন বলেছেন কেন?

(ক) কিছু নেই বলে

(খ) ভুল করার জন্য

(গ) ক্ষমা চাওয়ার জন্য

(ঘ) কবিতা চর্চার জন্য

২১। “সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ।” এ অংশে

‘সাধিতে’ বলতে বোঝানো হয়েছে -

(ক) সাধনা করতে

(খ) ইচ্ছা করতে

(গ) ধারণা দিতে

(ঘ) সাহায্য করতে

২২। কবি জন্মভূমির নিকট তাঁর যা নেই বলে অকপটে প্রকাশ করেছেন

(ক) জ্ঞান (খ) গুণ
(গ) মেধা (ঘ) প্রতিভা
২৩। 'মধুময় তামরস' এ 'তামরস' বলতে বোঝানো হয়েছে -
(ক) তালের রস (খ) সুন্দর পদ্ম
(গ) তামার তরল (ঘ) সংস্কৃত ছন্দ
২৪। 'কী বসন্ত, কী শরদে!' - এখানে 'শরদ' বলতে বোঝানো হয়েছে -
(ক) শরৎকাল (খ) শরৎচন্দ্র
(গ) তীর-তীরন্দাজ (ঘ) দুধের উপরিভাগ
২৫। 'মিনতি' বলতে বোঝায় -
(ক) একজনের নাম (খ) মিনমিনে স্বভাব
(গ) বিনীত প্রার্থনা (ঘ) সুন্দর ব্যবহার
২৫। মা ও সন্তানের সম্পর্কে কোনটি লক্ষণীয়?
(ক) দুজন দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী
(খ) সন্তানের দোষ মা ক্ষমা করেন
(গ) সন্তান মাকে ভালোবাসে না
(ঘ) মা সন্তানকে শোষণ করেন
২৬। "রেখো মা, দাসের মনে।" - এখানে দাস কে?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(খ) বঙ্গভূমি
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম
২৭। কবি 'শমন' বা মৃত্যুর দেবতাকেও ভয় পাবেন না যদি কবিকে -
(ক) ভুলে যাওয়া হয় (খ) বঞ্চিত করা হয়
(গ) মনে রাখা হয় (ঘ) আঘাত দেওয়া হয়
২৮। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি মনকে তুলনা করেছেন -
(ক) গির্জার সাথে (খ) মন্দিরের সাথে
(গ) মসজিদের সাথে (ঘ) গুরু দুয়ারার সাথে
২৯। কবি 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় জীবনকে কার সমর পে
কল্পনা করেছেন?
(ক) পাহাড়ের (খ) সাগরের
(গ) পুকুরের (ঘ) নদীর
৩০। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে স্বদেশের প্রতি
কবির -
(ক) ঈর্ষা (খ) বীতরাগ
(গ) শ্রদ্ধা (ঘ) অনুতাপ
৩১। 'দৈববশে' শব্দটি কী অর্থে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় ব্যবহৃত
হয়েছে?
(ক) ভাগ্যক্রমে (খ) ভাগ্যবিপর্যয়
(গ) হঠাৎ করে (ঘ) অলৌকিকভাবে

৩২। 'অমর' বলতে কী বোঝায়?
(ক) মৃত্যুহীন (খ) যার মৃত্যু নেই
(গ) জীবিত (ঘ) শব
৩৩। 'নীর' শব্দের অর্থ কী?
(ক) পানি (খ) বারি
(গ) বাসা (ঘ) নদী
৩৪। 'সেবে' অর্থ কী?
(ক) সোহাগ করে (খ) সাজিয়ে রাখে
(গ) সেবা করে (ঘ) সুন্দর
৩৫। 'যাচিব যে তব কাছে।' এখানে 'যাচিব' বলতে কী বোঝানো
হয়েছে?
(ক) উপস্থাপন করব (খ) যাচাই করব
(গ) প্রার্থনা করব (ঘ) অনুনয় বিনয় করব
৩৬। 'মানস' শব্দের অর্থ কী?
(ক) আঁখি (খ) অন্তর
(গ) মস্তিস্ক (ঘ) সরোবর
৩৭। জীবন রক্ষা করে এমন বস্তুকে বলা হয়নিচের কোনটি?
(ক) অমৃত (খ) গরল
(গ) জহর (ঘ) বিষ
৩৮। বিদেশের ঐশ্বর্য ও জৌলুসের চেয়েও মূল্যবান -
(ক) স্বদেশের দুর্নাম (খ) স্বদেশপ্রেম
(গ) ব্যক্তির স্বার্থ (ঘ) নার্সিসিজম
৩৯। অমৃত শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ নিচের কোনটি?
(ক) মৃত (খ) গরল
(গ) বিষ (ঘ) জহর
৪০। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা মায়ের কাছে কী মিনতি করেছেন?
(ক) বেঁচে থাকার
(খ) চিরদিন মনে রাখার
(গ) মাটির বুকে ঠাই পাওয়া
(ঘ) মায়ের বুকে ফিরে আসার
৪১। কবি মৃত্যুর দেবতাকে ভয় পাবেন না কখন?
(ক) বাংলা মাতা তাকে মনে রাখলে
(খ) বাংলার বড় কবি হতে পারলে
(গ) বাংলার মাটিতে ঠাই পেলে
(ঘ) বাংলা মাতা তাকে ভুলে গেলে
৪২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেকে কী অর্থে ব্যবহৃত করেছেন?
(ক) নিরাশ (খ) মধুহীন
(গ) ভিক্ষুক (ঘ) লাজুক
৪৩। "প্রবাসে, দৈবের বশে" চরণটির পরের চরণ হলো

(ক) অমর কে কোথা কবে

(খ) লোকে যারে নাহি ভুলে

(গ) জীব-তারা যদি খসে

(ঘ) যাচিব যে তব কাছে

৪৪। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটিতে মোট পঙক্তি সংখ্যা হলো -

(ক) একত্রিশ

(খ) বত্রিশ

(গ) তেত্রিশ

(ঘ) চৌত্রিশ

৪৫। "কহ, গো, শ্যামা জন্ম দে!" এখানে শ্যামা হলো -

(ক) দুর্গা

(খ) এক জাতীয় পাখি

(গ) হিন্দুদেবী কালী

(ঘ) দেবী সরস্বতী

৪৬। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবির কী ফুটে উঠেছে?

(ক) দেশপ্রেম

(খ) দেশদ্রোহ

(গ) প্রবাহমোহ

(ঘ) বিদেশপ্রীতি

৪৭। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করেছেন -

(i) সনেট, পত্রকাব (ii) নাটক, প্রহসন

(iii) মহাকাব্য, গীতিকাব্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

৪৮। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেসব ভাষায় পারদর্শী

ছিলেন তা হচ্ছে -

(i) বাংলা, ইংরেজি, হিব্রু

(ii) সনেট, পত্রকাব্য

(iii) তামিল, তেলেগু, নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i ও ii

(ঘ) i ও iii

৪৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে -

(i) শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী (ii) পদ্মাবতী

(iii) মেঘনাদবধ কাব্য, নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i ও ii

(ঘ) iii

৫০। 'রেখো মা, দাসের মনে' - এ উক্তি প্রকাশ পেয়েছে -

(i) স্বদেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা

(ii) স্বদেশের প্রতি কবির অহমিকা

(iii) স্বদেশের প্রতি কবির বিনয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i ও ii

(ঘ) i ও iii

৫১। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির বৈশিষ্ট্য -

(i) মাইকেলের জীবনের প্রয়োগ

(ii) উপমার চমৎকার প্রয়োগ

(iii) সাধু ভাষার ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) iii

৫২। জন্মিলে মরিতে হইবে। এই কথাটির তাৎপর্য হল

(i) মৃত্যু অবধারিত (ii) মৃত্যু নির্ধারিত

(iii) মৃত্যু অনেক দূরে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i ও ii

৫৩। তব মনঃকোকনদে। এই চরণে কোকনদ দ্বারা

বুঝানো হয়েছে -

(i) লাল পদ্মকে (ii) সোনালি পদ্মকে

(iii) ছায়াকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i ও iii

৫৪। কবি দেশমাতৃকার স্মৃতিতে যেভাবে বেঁচে থাকতে চান -

(i) পদ্মফুলের মতো

(ii) শাপলা ফুলের মতো

(iii) গোলাপ ফুলের মতো

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৫। কবি দেশমাতৃকার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকতে চান -

(i) বসন্তে (ii) শরতে (iii) হেমন্তে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (

খ) i ও iii

(গ) iii

(ঘ) ii ও iii

৫৬। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় রূপকআশ্রিত পদ হলো

(i) জীবন-নদ (রর) অমৃত-হৃদ

(iii) দেহ-আকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৭। ‘অমৃত’ মানে হচ্ছে -

(i) পীযুষ

(ii) যা পান করলে অমর হওয়া যায়

(iii) অতিশয় সুস্বাদু খাদ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৮। ‘পরমাদ’ অর্থ -

(i) দোষ-ত্রুটি (ii) ভুল-ভ্রান্তি (iii) প্রমাদ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও ii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৯। ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় ফুটে উঠেছে -

(i) কবির স্বদেশপ্রেম

(ii) কবির মনের অনুশোচনা

(iii) কবির ক্ষমা প্রার্থনা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

*** নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নে উত্তর

দাও :

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে

সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে

.....

এই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে

৬০। ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতা অনুসারে উদ্দীপকে ফুটে

উঠেছে

i. স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

ii. দৃঢ় বিশ্বাস ররর. আকুলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii

(খ) র, ররর

(গ) ররর

(ঘ) র, রর, ররর

৬১। উদ্দীপকের মায়ের সাথে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার

‘মা’ এর মিল কোথায়?

(ক) দুজনই মা

(খ) জননী জন্মভূমি

(গ) কবির মা

(ঘ) কোনো এক মা

***নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৩ ও ৮ নং প্রশ্নে উত্তর

দাও :

“নানান দেশের নানান ভাষা

বিনে স্বদেশী ভাষা

মিটে কি আশায়”

৬৩। উদ্দীপকের কবিতাংশে বিশেষ ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে-

(ক) বাংলা ভাষার প্রতি

(খ) মাতৃভাষার প্রতি

(গ) স্বদেশভূমির প্রতি

(ঘ) দেশের মানুষের প্রতি

৬৪। উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কবি মাইকেল মধুসূদনের

জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে যে অর্থে সম্পর্কযুক্ত -i. কবির বিদেশী

ভাষায় কাব্যচর্চার আদর্শ ii. শেষ জীবনে মাতৃভাষায় সাহিত্য

সাধনার উপলব্ধি ররর. কবির অতুলনীয় দেশপ্রেমের আদর্শ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii

(খ) i, iii

(গ) iii

(ঘ) i, ii, iii